পলিসি ব্রিফ
#১১৬/২০২২
সেপ্টেম্বর ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: আইইপিএমপি প্রণয়নে শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয়

জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি প্রণয়ন না করেই সম্প্রতি সরকার জ্বালানি মহাপরিকল্পনা বা ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি)-এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। বেসরকারি মালিকানায় আমদানিনির্ভর তেল-কয়লা-এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়কে প্রাধান্য দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুৎ সংকটসহ জ্বালানি খাতে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে তেল ও এলএনজির দাম বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান অব্যাহত রয়েছে, অন্যদিকে লোডশেডিং-এর ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সার্বিকভাবে আইনি দুর্বলতা, নীতিকাঠামোর জিম্মিদশা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতির ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে জনগণের ক্ষতি ও বোঝা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসনসহ ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত গ্রহণ, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদন এবং এ খাত সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নিশ্চিতে করণীয় নির্ধারণে অংশীজনের অংশগ্রহণে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) যৌথভাবে ২০২২ সালের ০৩ আগস্ট "বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: আইইপিএমপি প্রণয়নে শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয়" শীর্ষক একটি অধিপরামর্শ সভার আয়োজন করে।[১] এই সভার উদ্দেশ্য ছিলো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নিশ্চিতে সরকারের করণীয় নির্ধারণসহ তা বাস্তবায়নের রূপরেখা চিহ্নিত করা, এবং আইইপিএমপি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় করা। অধিপরামর্শ সভায় সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ, নির্ধারিত বিষয়সমূহের আলোচক, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং সরকারি প্রতিনিধিরা এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন ও সুপারিশ প্রস্তাব করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন। নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ভূতত্ত্ব বিভাগের অনারারি প্রফেসর অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম। তাছাড়া অংশগ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট খাতের অন্যান্য অংশীজনের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ। টিআইবি প্রণীত "বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: আইইপিএমপি প্রণয়নে শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের সারমর্ম উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

সভায় জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের সংঘাত; জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি প্রণয়ন না করেই আইইপিএমপি প্রস্তুত; কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রয়সহ পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পিতভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া; বিদ্যমান আইন, নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যহীন জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন; কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে পরিবেশ এবং জনগণের ক্ষয়-ক্ষতি; এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতাসহ বিবিধ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশ সাংঘর্ষিক বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও এবং পরিবেশের ক্ষতি না করেও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হলেও তা করা হচ্ছে না। এই খাতসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ব্যবহার না করে এবং অভ্যন্তরীণ গ্যাস সম্পদকে কাজে না লাগিয়ে আমদানিনির্ভর ব্যয়বহুল এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত নীতিকাঠামো প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। জ্বালানি সংকট মোকাবেলাসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে, বিশেষকরে, অভ্যন্তরীণ গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও গ্যাস উত্তোলনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লি: (বাপেক্স) এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান।

[১] "বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: আইইপিএমপি প্রণয়নে শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয়" শীর্ষক অধিপরামর্শ সভা, ০৩ আগস্ট ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/media-release/6502-2022-08-03-14-29-20

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোচ্চার হলেও নিজের দেশের পরিবেশ সুরক্ষায় তৎপর নয়। এক্ষেত্রে আইন ও নীতির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও খসড়া আইইপিএমপিতে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও জীবন-জীবিকার ক্ষয়-ক্ষতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি ক্রয় ও অধিগ্রহণসহ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীরা দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে, ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিক প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধা পাচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের সময় প্রকল্প এলাকার জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এছাড়া, প্রকল্প এলাকায় দখল, উচ্ছেদ, হামলা ও মামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

সুপারিশসমূহ:

সার্বিকভাবে সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণ এবং এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রতিপালনে করণীয়	
১.	জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই নীতির ভিত্তিতে আইইপিএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পাওয়ার সেল; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা কমিশন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
২.	দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে আইইপিএমপি প্রণয়ন করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; পরিকল্পনা কমিশন, স্রেডা
৩.	একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত আইইপিএমপি'তে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; পরিকল্পনা কমিশন, স্রেডা
৪.	বিদ্যুৎ, জ্বালনি এবং পরিবেশ সাংঘর্ষিক বিষয় নয়। পরিবেশ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলো পরিকল্পিতভাবে পাশ না কাটিয়ে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; স্রেডা
৫.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০ বাতিল করতে হবে। ২০২২ সালের পরে নতুন কোনো জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়
৬.	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্বালানি খাতের জাতীয় নীতিগুলোর সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং গ্রহণযোগ্য উপায়ে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি	
৭.	জলবায়ু পরিবর্তনসহ ভূমি, পরিবেশ, জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতির বিষয়সমূহ প্রস্তাবিত আইইপিএমপিতে সন্নিবেশিত করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.	আমদানিনির্ভর এলএনজি ও কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি না করে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ তা ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধি করতে হবে	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পাওয়ার সেল; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লি:; সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারি প্রতিষ্ঠান
৯.	মীমাংসিত সমুদ্রসীমায় গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। পর্যাপ্ত গ্যাসের মজুদ রয়েছে এমন পরীক্ষিত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন নিশ্চিত করার পদক্ষেপসহ তা গ্রীডে সরবরাহে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; পাওয়ার সেল; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লি:; সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান
১০.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	পরিকল্পনা কমিশন; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পাওয়ার সেল
১১.	মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যানকে অনতিবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ক্লাইমেট ডিপ্লোমেসি'র পাশাপাশি মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
১২.	নির্মাণাধীন ঝুঁকিপূর্ণ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে। এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; সংশ্লিষ্ট জ্বালানি ও বিদ্যুৎ কোম্পানী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
১৩.	জ্বালানি খাতে সরকারের পুঞ্জিভূত আর্থিক ক্ষতি হ্রাসে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ আইপিপিদের ভর্তুকি প্রদান পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; পাওয়ার সেল; জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়
দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপ		
১৪.	জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণসহ এ খাতে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ
১৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবধিকার লঙ্ঘন, পুলিশের গুলিতে মৃত্যুসহ সংঘটিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; অর্থ মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১৯৩০৩২-৩৩, ৪৮১৯৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১৯৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh